নিদর্শ - ৮

[নিয়ম - ১৩(৩) ও - ২৬ দ্রষ্টব্য)]

নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিখনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র

.... বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক সমীপে

মহাশয়/মহাশয়া,

সম্প্রতি তোলা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলের পাসপোর্ট-সাইজ (৩.৫ সে. মি. x ৩.৫ সে. মি.) ফোটোগ্রাফ লাগানোর জায়গা

উল্লিখিত বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক তালিকায় আমার নিজের সম্পর্কে যে-লিখন আছে তা সঠিক নয় এবং আমি সেটির সংশোধনের জন্য আবেদন করছি। আমার আবেদনের সমর্থনে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নীচে দেওয়া হল ঃ

১। আবেদনকারীর বৃত্তান্ত	নাম		পদবি (থাকলে)
নির্বাচক তালিকার অংশ নং ঃ		উক্ত অংশের নামের ক্রমিক নং ঃ	
বয়স ঃ ১জানুয়ারী .... # তে	বছর ঃ	মাস ঃ	লিঙ্গ (পুং/স্ত্রী) ঃ
জন্ম তারিখ (জানা থাকলে) ঃ	তারিখ ঃ	মাস ঃ	সাল ঃ
*পিতার/মাতার/স্বামীর নাম	নাম		পদবি (থাকলে)

২। বর্তমানে সাধারণভাবে বসবাসের স্থানের বিবরণ (পুরো ঠিকানা) ঃ

বাড়ির নং ঃ

রাস্তা/এলাকা/পাড়া ঃ

শহর/গ্রাম ঃ

ডাকঘর ঃ পিন কোড ঃ | | | | | | |

থানা ঃ

জেলা ঃ

৩। নির্বাচকের সচিত্র - পরিচয়পত্রের বিবরণ (এই বা অন্য কোনও নির্বাচনক্ষেত্রে প্রদত্ত হলে)

নির্বাচকের সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং ঃ

বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নাম ঃ

৪। যে সব লিখন সংশোধন করতে হবে।

*আমার নাম / *আমার বয়স / *পিতার নাম / *মাতার নাম / *স্বামীর নাম / *লিঙ্গ / *ঠিকানা / *সচিত্র-পরিচয়পত্রের নং এই নিদর্শে প্রদত্ত উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী সংশোধন করতে হবে।

স্থান ঃ

তারিখ ঃ আবেদনকারীর সই বা টিপসই

দ্রষ্টব্য ঃ কোনও ব্যক্তি যদি এমন কোনও বিবৃতি দেন বা ঘোষণা করেন যা মিথ্যা, বা যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন বা বিশ্বাস করেন, অথবা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না, তাহলে তিনি ১৯৫০ সালের জন্য জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা ৩১ মতে দণ্ডনীয় হবেন (১৯৫০ সালের ৪৩ নম্বর)

সালটি লিখুন, যেমন - ২০০৭, ২০০৮ ইত্যাদি।

*অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন

গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ
(সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিককে পূরণ করতে হবে)

নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিখনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী ....র / এর

৮নং নিদর্শে প্রদত্ত আবদেনপত্রটি গ্রহণ* / খারিজ* করা হল।

[১৮*/২০*/২৬(৪)[s] নিয়ম মোতাবেক] গ্রহণ অথবা [১৭*/২০*/২৬(৪)[s] নিয়ম মোতাবেক]* খারিজের যেসব কারণ দর্শানো হয়েছে সেসবের বিবরণ ঃ

স্থান ঃ

তারিখ ঃ

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের
স্বাক্ষর

(নির্বাচক নির্বন্ধন আধিকারিকের শিলমোহর)

*অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন

*নির্বাচক তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পর ধারাবাহিক সংশোধনের ক্ষেত্রে

ফিল্ডলেভেল অফিসার (যেমন - বিএলও, ডেজিগনেটেড অফিসার, সুপারভাইজারি অফিসার) - এর মন্তব্য

[নিদর্শ-৮ পরবর্তী অংশ......]

আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার

নিদর্শ-৮ -এ প্রদত্ত ** শ্রী/শ্রীমতী/কুমারী...-র/এর আবেদনপত্রটির প্রাপ্তিস্বীকার করা হল।

ঠিকানা ....

নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের পক্ষে
আবেদনপত্র- গ্রহণকারী আধিকারিকের স্বাক্ষর
(ঠিকানা)..

তারিখ ....

আবেদনকারীকে পূরণ করতে হবে।

আবেদন জানানোর জন্য নিদর্শ-৮(ফর্ম-৮) কী ভাবে পূরণ করতে হবে সেই সংক্রান্ত নির্দেশিকা
সাধারণ নির্দেশাবলি

কে নিদর্শ-৮(ফর্ম-৮)-এ আবেদন জানাতে পারেন

১। ভোটের তালিকায় নাম আছে এমন কোনও ব্যক্তিই কেবল ভোটার তালিকায় ছাপা তাঁর নিজের সম্পর্কে লিখনের ত্রুটিসংশোধনের জন্য আবেদন জানাতে পারেন। কোনও ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮-এ আবেদন জানাতে পারবেন না।

কখন নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮)-এ আবেদন জানানো যাবে

১। কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিখনের ত্রুটি-সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮ জমা করা যায়। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর আবেদন জানানোর জন্য নির্দিষ্টকৃত দিনগুলিতে আবেদন জানানো যাবে। সংশোধনের কর্মসূচি ঘোষিত হলে আবেদন পত্র জমা নেওয়ার দিন-তারিখ জানিয়ে প্রচার চালানো হয়।

২। আবেদনপত্রের কেবল এক কপিই জমা করতে হবে।

৩। সংশোধনের কর্মসূচী চালু না-থাকলেও সারা বছর ধরেই প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নিজের সম্পর্কে লিখনের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আবেদনপত্র জমা করা যায়। তবে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্রের দু'কপি জমা দিতে হবে।

কোথায় নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮)এ আবেদন জানানো যাবে

১। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরে সংশোধন চলা কালীন যে -বিনির্দিষ্ট স্থান (ডেজিগনেটেড লোকেশন)-এ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেই স্থানে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হল একটি ভোটগ্রহণকেন্দ্র) আবেদনপত্র জমা করা যাবে। এ ছাড়াও, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক(ইআরও)এবং সহকারী নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক (এই আরও) এর কাছে তা জমা করা যাবে।

২। বছরের যে-সময়ে সংশোধনের কর্মসূচি থাকেনা, তখন কেবল সংশ্লিষ্ট নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের কাছেই আবেদনপত্র জমা করা যাবে।

কী ভাবে নিদর্শ-৮ (ফর্ম-৮) পূরণ করতে হবে

১। বিধানসভা নির্বাচনক্ষেত্রের নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের সমীপে আবেদন জানাতে হবে। ফাঁকা জায়গাটিতে নির্বাচনক্ষেত্রের নাম লিখতে হবে।

২। নাম

ভোটার তালিকায় যে-ভাবে নিজের নামটি ছাপা হওয়া দরকার অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের অংশ-১-এ সেই ভাবেই নিজের নামটি লিখুন। যদি আপনার নামের আদ্যক্ষর দিয়ে আপনার নামটি ভোটার তালিকায় সংক্ষিপ্তকারে ছাপা হয়ে থাকে এবং আপনি ভোটার তালিকায় নামটি পূর্ণাঙ্গরূপে তুলতে চাইলে, আপনি আপনার নামটি পূর্ণাঙ্গরূপে লিখতে পারেন। পদবি ছাড়া পুরো নামটি প্রথম ঘরে এবং পদবি দ্বিতীয় ঘরে লিখতে হবে। পদবি না- থাকলে কেবল নামই লিখুন। নাম বা পদবির অঙ্গ হিসাবে বর্ণের উল্লেখের প্রচলন না- থাকলে বর্ণের উল্লেখ করবেন না। শ্রী, শ্রীমতী, কুমারী, খান, বেগম, পণ্ডিত, ইত্যাদি উপাধির উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নেই।

ভোটার তালিকার যে অংশে এবং যে ক্রমিক নম্বরে আপনার নাম নথিবদ্ধ আছে অনুগ্রহ করে সেই অংশ নং ও ক্রমিক নং পূরণ করুন। এটি বাধ্যতামূলক।

৩। বয়স

যে বছরের ১ জানুয়ারিকে ভিত্তি-তারিখ ধরে ভোটার তালিকা ছাপা হয়েছে, অনুরূপ ভাবে আপনাকে উক্ত তারিখে আপনার বয়স কত তা বছর ও মাসে ভেঙে উল্লেখ করতে হবে।

৪। লিঙ্গ

সংশ্লিষ্ট ঘরে আপনার লিঙ্গ, যেমন-পুরুষ/নারী পুরো লিখুন। হিজড়া হলে পছন্দমতো পুরুষ বা নারী লিখতে হবে।

৫। জন্মতারিখ (তথ্যভিত্তিক প্রমাণ-সহ)

তারিখ-মাস-সালের ঘরে জন্মতারিখ সংখ্যায় লিখুন।

জন্মতারিখের প্রমাণস্বরূপ যে - সকল প্রমাণ জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ :

ক) পুর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের জেলা কার্যালয় থেকে প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, অথবা ব্যপ্টিজম সার্টিফিকেট, বা

খ) আবেদনকারী সর্বশেষ যে- বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন সেটি সরকারি-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলে সেই বিদ্যালয় অথবা অন্য কোনও স্বীকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্র, বা

গ) অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত এমন আবেদনকারী যাঁর উপরোক্ত কোনও নথি নেই, তাঁকে তাঁর বয়সের সমর্থনে প্রেসক্রাইবড় ফরম্যাটে পিতা বা মাতার একটি ঘোষণাপত্র জুড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় ঘোষনাকারী পিতা বা মাতার নাম থাকাটা আবশ্যক। আবেদনকারী চাইলে তাঁকে প্রেসক্রাইবড ফরম্যাটের প্রতিলিপি দেওয়া হবে।

লক্ষণীয় : ১৯৮৯ এর ২৬ জানুয়ারী বা তার পরে আবেদনকারী জন্মগ্রহণ করে থাকলে তাঁর ক্ষেত্রে পুর-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধকের জেলা কার্যালয় থেকে প্রদত্ত জন্মের শংসাপত্রই কেবল গ্রাহ্য হবে।

৬। সম্পর্কিত বক্তির নাম

আবেদনকারী একজন অবিবাহিত নারী হলে, পিতার/মাতার নাম উল্লেখ করতে হবে। আর বিবাহিত নারী হলে স্বামীর নাম উল্লেখ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় বিকল্পগুলি কেটে দিন।

৭। সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থান

আপনি যে-ঠিকানায় সাধারণ ভাবে বসবাস করেন, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকায় ছাপা পিনকোড-সহ সেই ঠিকানাটি অনুগ্রহ করে আবেদনপত্রের অংশ -২ এর নির্দিষ্ট স্থানে পুরো লিখুন।

সাধারণ ভাবে বসবাসের স্থানের প্রমাণস্বরূপ যে -সকল নথির প্রতিলিপি জুড়তে হবে সেসব নিম্নরূপ :

ক) ব্যাঙ্ক /কিষাণ/পোষ্টঅফিসের কারেন্ট পাসবুক, বা

খ) আবেদনকারীর রেশন কার্ড/পাসপোর্ট/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ইনকাম ট্যাক্স অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার, বা

গ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারী বা তাঁর নিকটতম সম্পর্কের কোনও ব্যক্তি, যেমন-পিতা/মাতা-এর নামে পাঠানো জলের/টেলিফোনের /বিদ্যুতের / গ্যাস কানেকশনের বিল, বা

ঘ) ওই ঠিকানায় আবেদনকারীকে পাঠানো অথবা তাঁর পাওয়া ডাক বিভাগের ডাক।

লক্ষণীয়: ঠিকানার পমাণস্বরূপ রেশন কার্ডের প্রতিলিপি দিতে চাইলে তার সঙ্গে উপরোক্ত ধরনের আরেকটি প্রমাণ জুড়ে দিতে হবে।

৮। সচিত্র-ভোটার কার্ডের বিবরণ

যদি ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আপনাকে সচিত্র-ভোটার কার্ড দেওয়া হয়ে থাকে, তা হলে কার্ডের (সম্মুখ ভাগে ছাপা) নম্বর এবং (পশ্চাৎ ভাগে ছাপা) প্রদানের তারিখটি উল্লেখ করুন। উপরন্তু, অনুগ্রহ করে কার্ডের উভয় ভাগের স্ব-প্রত্যয়িত ফোটোকপি সঙ্গে জুড়ে দিন।

৯। যেসব লিখনের সংশোধন করতে হবে,

আপনাকে আবেদনপত্রের অংশ-৪-এ সেসবের সানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে হবে। তাই আবেদনপত্রের এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবেদনপত্রের অংশ-১ থেকে অংশ -৩ পর্যন্ত জায়গায় আপনি আপনার নাম, বয়স, জন্মতারিখ, সম্পর্কিত ব্যক্তির নাম, লিঙ্গ, ঠিকানা এবং সচিত্র -ভোটার কার্ডের নং সংক্রান্ত সঠিক বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। এই অংশে আপনার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী যে সব লিখন সংশোধন করতে হবে সেসবের একেকটির উপর বোঝা যায় এমন ভাবে একটি করে টিক চিহ্ন দিন।

দেশের অধিকাংশ জায়গাতেই এখন ভোটার তালিকায় ভোটারের ছবি ছাপা হয়। ভুল ছবি ছাপা হওয়ার কারণে তার সংশোধনের জন্য আবেদনকারী আবেদনপত্রের অংশ-৪-এ "আমার ফটোগ্রাফ" লিখে দিতে পারেন এবং সম্ভব হলে, আবেদনপত্রের সঙ্গে সম্প্রতি তোলা এক কপি রঙিন পাসপোর্টসাইজ ফটোগ্রাফও জুড়ে দিতে পারেন।